১৭-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেদের মধ্যে একে অপরের জন্যে সম্মানের ভাবনা রাখতে হবে, নিজেকে সর্ব জ্ঞানী ভাববেনা না, বুদ্ধিতে এই কথাটি রাখবে - যে কর্ম আমি করব , আমায় দেখে সবাই করবে"

প্রশ্ন:- কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত করতে খুব পরিশ্রম করতে হয় ?

উত্তর :- গৃহস্থে থেকে স্ত্রী পুরুষের ভাব শেষ হয়ে যাওয়া, মনেও যেন কোনো রকম সঙ্কল্প বিকল্প না আসা। আমরা আত্মা আমরা হলাম ভাই ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আমরা হলাম ভাই বোন, এই অবস্থা প্রাপ্ত করতে সময় লাগে। সঙ্গে থাকলেও বিকারের আগুন লাগবে না । ক্রিমিনাল এসল্ট না হয় , তারই অভ্যাস করতে হবে। মাতা পিতা যাঁরা হলেন সর্ব সম্বন্ধের স্যাকারিন, তাঁদেরই স্মরণ করতে হবে। ।

গীত : - দুনিয়া যতই বদলে যাক , আমরা বদলাব না

ওমশান্তি। এ হল বাচ্চাদের প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা কখনো মুখে বলা হয়না। যখন বাচ্চারা বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করে তখনই প্রতিজ্ঞা হয়ে যায়। পদ মর্যাদা প্রাপ্তির জন্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হয়ে পুরুষার্থ করে । স্কুলে সবাই স্বতন্ত্র ভাবেই পুরুষার্থ করে যাতে উচ্চ পদ প্রাপ্তি হয়। এখানে আত্মা পড়াশোনা করে এবং পরমাত্মা পড়ানোর জন্যে জীবাত্মায় পরিণত হন। এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে (ব্রহ্মাকে) ও ব্রহ্মা মুখ বংশীদের পড়ান। স্বয়ং ব্রহ্মাকে মুখ বংশী বলা হবে না। ব্রাহ্মণ হল ব্রহ্মা মুখবংশী। ব্রহ্মা শিবের মুখ বংশী নয়। শিববাবা এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে আপন করেন। ইনিও হলেন রচনা। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করেন , বিষ্ণুকে রচনা করেন না। গায়নও আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর। বিষ্ণু, শঙ্কর ও ব্রহ্মা বলা হয়না। সর্ব প্রথম ব্রহ্মার রচনা করেন। ব্রহ্মার অক্যুপেশান আলাদা। প্রতিটি কথা বুঝতে হবে। এঁনাকে (শিববাবাকে) ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ... বলা হয়। উনি তো হলেন নিরাকার তাইনা। তখন সাকার রূপে মাতা পিতা প্রয়োজন হয় তো জিজ্ঞাসা করে -- মাম্মার মাতা আছে ? বলে হয় হ্যাঁ। ব্রহ্মা, মাম্মারও মাতা । ব্রহ্মার কোনো মাতা নেই। এই মাতা (ব্রহ্মা) স্ত্রী না হওয়ার দরুন সরস্বতী কে মাম্মা সম্বোধন করা হয়। বাবা পড়ালে এনারাও পড়েন। যেমন তোমরা স্টুডেন্ট তেমন এনারাও। শিববাবা স্টুডেন্ট নয়।

তোমরা বাচ্চারা ব্রহ্মার পদ মর্যাদা দেখছ যে ইনি সবচেয়ে বেশি পড়েন। দেখছ যে ইনি একেবারে কাছে আছেন। সবার আগে কার কানে যায় ?এই ব্রহ্মা হলেন সবচেয়ে কাছে। সুতরাং বলা হবে মাম্মা বাবা বেশি পড়েন, তারপরে নম্বর অনুযায়ী সব বাচ্চারা পড়ে। যদিও বাবা বলেন জগদীশ বাচ্চা মাম্মা বাবার চেয়েও ভালো বোঝায়। বাবার মুরলি পড়ে , ধারণা করে গীতা ম্যাগাজিন ইত্যাদি তৈরি করে কারন সে শাস্ত্র ইত্যাদিও পড়েছে। ইংরেজিতেও দক্ষ। একেই বলে হয় সম্মান। স্টুডেন্টদের একে অপরের সম্মান করা উচিত। বাবাও সম্মান করেন তাইনা। সুতরাং ফলো করা উচিত। যদিও এখনো ১৬ কলা সম্পন্ন হয়নি। নম্বর অনুসারে তো আছেই তাইনা। একটু আধটু ভুল সবার হাতেই থাকে তাই নিজেকে সর্ব জ্ঞানী ভাববেনা। যেমন কর্ম বাবা করেন অথবা আমি করব , আমায় দেখে সবাই করবে। তাই একে অপরের সম্মান করতে হবে। বাবাকেও সম্মান করতে হয়। লোকে বলে এরা স্ত্রী পুরুষকে ভাই বোন করে দেয়। যে বুদ্ধিমান হবে সে চট করে বলবে সবাই

হল পরমাত্মার সন্তান ফলে ভাই বোন তো হলই তাইনা। প্রজাপিতার সন্তান হল ভাই বোন কিনা। ভাই বোন হয় তো ভালো কথা তাইনা। বাবার সন্তান হলে বর্সা প্রাপ্ত হবে। বর্সা প্রাপ্ত হবে --- শিববাবার কাছে ব্রহ্মা বাবা দ্বারা। সুতরাং ব্রহ্মাকুমার কুমারী হতে হবে। তারপরে কখনো বিকারে যেতে পারবেনা। নাহলে ক্রিমিনাল এসল্ট হয়ে যাবে।বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান। পবিত্র থাকার যুক্তি বলে দেন। স্ত্রীও বলে বাবা, পুরুষও বলে বাবা। তাহলেই স্ত্রী পুরুষের ভাব মিটে যাবে। এরকমও বলা হয় যে আদম বিবি দ্বারা সৃষ্টি রচনা হয়েছিল অর্থাৎ সবাই তাদের সন্তান হল কিনা। ভাই বোন হল তো। কুমার কুমারীদের জন্যে এত পরিশ্রম নেই। যে সিঁড়ি চাপবে তাকে তো নামতেই হবে। তাই নামতেই পরিশ্রম। এমন নয় দু'জনকে আলাদা থাকতে হবে। শুধু সাথী রূপে থাকো। সত্যযুগে কেউ অপবিত্র হয়না। এবং সেখানে সন্তানের অপেক্ষা করা হয়না। এখানে সন্তান জন্মের অপেক্ষা করে। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎকার হয়। মানুষ তো বলে এই কিভাবে সম্ভব। এবারে এখানকার বিকারী মানুষ কিকরে বুঝবে সেখানে সবাই নির্বিকারী হয়। সেখানে দেহ অভিমান হয়না। এখানে দেহ অভিমান থাকে। দেহ ত্যাগের পরে লোকেরা কত কাঁদে। সেখানে কান্না কাটি নেই। সেখানে সময় অনুযায়ী সাক্ষাৎকার হয় যে এই শরীর ছেড়ে প্রিন্স হতে হবে। এখানেও তোমরা সাক্ষাৎকার করো যে তোমরা ভবিষ্যতে মহারাজা মহারানী হবে। কৃষ্ণের মতন সন্তান কোলে আসছে, মানস পটে দেখে। সাক্ষাৎকার দ্বারা জানা যায় না যে সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী হবে নাকি চন্দ্রবংশী কেননা এই কথাটি একেবারেই নতুন কথা তাই বলা হয় প্রথমে বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করো , বাবাকে বলেন দেখো আমি কত লাভলী।

বাবা বলেন সর্ব সম্বন্ধের স্যাকারিন হলাম আমি , আমি বলি আমায় স্মরণ করো। বলা হয় ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা .... এক একটি কথায় নিশ্চয় হওয়া উচিত। কিন্তু কোনো না কোনো কথায় সংশয় এসে যায়। ফলে রাজার পদমর্যাদা লাভ হয়না তাই বাবা বলেন মন্মনাভব। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তুমি প্রেমিক (আশিক) । এ হল রুহানী প্রেমিক প্রেমিকা (আশিক - মাশুক) । এই কথাটি পাকা করতে হবে যে আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার প্রেমিক। কৃষ্ণ সবার প্রেমিকা হতে পারেনা। কৃষ্ণকে সবাই স্মরণও করেনা। এই বাবা -ই বলেন মন্মনাভব। এবারে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে , নাটক পূর্ন হবে, বাড়ী ফিরতে হবে। সুতরাং বাড়ীর কথা স্মরণে আসবে। প্রত্যেকটি কথা মুরলিতে বোঝানো হয়েছে। বাচ্চারা মুরলি নোট করে না আর সেই কথা গুলি বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। মুখ্য কথা হল প্রেমিক ও প্রেমিকার (আশিক-মাশুকের)। সব ভক্তরাই হল প্রেমিক (আশিক) কারণ পরমাত্মাকে স্মরণ করে। তারা বলে আমার তো এক দ্বিতীয় কেউ নয়। তোমরা বাচ্চারা এই সময়ে নতুন কথা শুনছ। কিন্তু শুনতে শুনতে মায়া চড় লাগিয়ে দেয়। রাবণ কি কোনো অংশে কম নাকি। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান , মায়াও হল সর্বশক্তিমান। অর্ধকল্প মায়ার রাজত্ব চলে। এখন বাবা বলেন ৫ বিকারের দান করে গ্রহণ থেকে মুক্ত হও। তবুও একেবারে মুক্তি হয়না। অনেকে দান দিয়ে ফেরত নিয়ে নেয়। এটা টাকা পয়সার কথা নয়, বিকারের কথা। সাধু সন্ন্যাসীরা বলে দান দিয়ে ফেরত নিতে নেই। কারণ তাতে তাদের উপার্জন হয়। অনেক মানুষ সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে বলে সন্তান চাই। তারা বলে আমাদের আশীর্বাদে হয়ে যাবে। যদি সন্তানের জন্ম হয় তবে বলবে আমরা দিয়েছি। মৃত্যু হলে বলবে ভবিতব্য। যদি একজনের কোনো কাজ সম্পন্ন হলো তাহলে অনেকের বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়। এইভাবেই তাদের বৃদ্ধি হয়। একদিকে নিজেদের মহিমা করে আর অন্য দিকে ভবিতব্য বলে দেয়। এইসময় তোমরা হলে আন নোন ওয়ারিয়র্স অর্থাৎ গুপ্ত যোদ্ধা । তারা যে আন নোন ওয়ারিয়ার্স , তাদের স্মারক চিহ্ন বিশাল আকারে তৈরি

হয়। বলা হয় সৈনিকদের সম্মানে শ্রদ্ধা পুষ্প অর্পণ করো। যার বিষয়ে কোনো তথ্য জানা নেই, তাদের স্মারক চিহ্ন তৈরি হবে কিভাবে। এখন তোমরা আন নোন (unknown) পরবর্তী সময়ে তোমরা ভেরি ওয়েল নোন (very well known) হও। তোমাদের মন্দির তৈরি হয় এখন তোমরা গুপ্ত রূপে রামরাজ্যের স্থাপনা করছ। আচ্ছা --

তোমরা যে হলে মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চা ! ৫ হাজার বছর পরে মিলন হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া সন্তান প্রাপ্তি হলে মা বাবার কতখানি আনন্দ হয় , সন্তানও বাবা বাবা বলবে। তো এখন বিনাশ হয় ফলে তোমরা হারিয়ে যাও অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে দূরে চলে যাও। তারপর কল্পের অন্ত সময়ে পুনরায় বাবার সঙ্গে মিলন হয় তাই মাতা পিতার কত খানি ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়। অর্ধেক কল্প তোমরা সুখ ভোগ করো , ধীরে ধীরে সময় পেরোলে দুঃখ ভোগ করো। সন্ন্যাসীরা বলে -- কাক বিষ্ঠা সম সুখ আছে এই জগতে। সেইটি বিকারের উদ্দেশ্যে বলা হয়। গুরু নানক বলেছেন --- ময়লা বস্ত্র পরিষ্কার করেন , তাহলে কে পরিষ্কার করবে ! তিনি হলেন একমাত্র পরমাত্মা , যাঁকে বলা হয় একওঙ্কার ....শিখ ধর্মের লোকেরা এই গীত গাইতে থাকে। এই গীত বুঝবার জন্যে তোমাদের খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে কারণ আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ফলে আত্মাও তীক্ষ্ণ হয়। কেউ খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধারী হয়ে যায়। মায়েরা , কন্যারা খুব ভালো ভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তা নাহলে মায়েরা বসে স্বামীদের বোঝাবে এর জন্যে খুব সাহসী ও নির্ভয় হতে হবে। বাকিরা তো সবাই নরকবাসী, দুর্গতিতে আছে। তারা ভক্তিতে করতালি সহ নৃত্য করে , তাতে সদগতি তো হয়ই না। তোমরা বাচ্চারা সদগতিতে যাওয়ার জন্যে একেবারে চুপ করে থাকো। নারাদ বলে আমি লক্ষ্মীকে বরণ করব। বাস্তবে লক্ষ্মীকে বরণ করার পুরুষার্থ তোমরা করছ । ভক্তরা তো বরণ করতে পারবে না। লক্ষ্মী নারায়ণের কিভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কবে হয়েছে এবং এখন তারা কোথায় , এইসব শুধু তোমরা জানো তোমরা মন্দিরে গিয়ে মাথা নত করোনা। বাস্তবে তোমরা হলে আস্তিক (ভগবানে বিশ্বাসী) -- নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। তারা তো নাস্তিক যারা পরমাত্মাকে জানেনা । এখন তোমরা সনাথে পরিণত হয়েছ তারপর মায়া চড় লাগিয়ে দেয় ফলে অনাথ হয়ে যাও। যদিও তারা বৃদ্ধ কিন্তু মায়া তাদেরও যুবকে পরিণত করে(বিকারী হয়ে যায়) । মায়ার ঝড় আসে। তোমাদের একে অপরের হাত ধরে , সহযোগী হয়ে এই নতুন যাত্রায়, বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে বুদ্ধির যাত্রার উপরে। অচল অটল অঙ্গদের মতন হতে হবে। অন্তিম সময়ে এই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ন স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) একে অপরের হাত ধরে, সহযোগী হয়ে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা যিনি হলেন সর্ব সম্বন্ধের স্যাকারিন, তাঁকেই ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে।

২) যেমন বাবা প্রত্যেকটি বাচ্চাকে সম্মান করেন , তেমনভাবে বাবাকে ফলো করতে হবে। নিজের গুরুজনদের সম্মান নিশ্চয়ই করতে হবে।

বরদান :- এক-এর পাঠ স্মৃতিতে রেখে তপস্যায় সফলতা প্রাপ্তকারী নিরন্তর যোগী হও ।

ব্যাখা: তপস্যার সফলতার বিশেষ আধার বা সহজ সাধন হল --- এক শব্দের পাঠ পাকা করো। তপস্যা অর্থাৎ একের হওয়া, তপস্যা অর্থাৎ মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করা , তপস্যা অর্থাৎ একান্তপ্রিয় থাকা, তপস্যা অর্থাৎ স্থিতিকে একরস রাখা, তপস্যা অর্থাৎ সকল প্রাপ্ত খাজানাকে ব্যর্থ হতে না দেওয়া অর্থাৎ ইকোনমি করা। এই একের পাঠটি স্মরণে রাখলে নিরন্তর যোগী, সহজ যোগী হয়ে যাবে। পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাবে।

শ্লোগান - আজ্ঞাকারী হল সে যে মন ও বুদ্ধিকে মনমত থেকে সর্বদা মুক্ত রাখে ।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

১) "সত্যযুগে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়না"
যদি কেউ এই প্রশ্ন করে যে এই যে আমরা এই সঙ্গম সময়ে ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত করি সেই জ্ঞান আবার আমাদের সত্যযুগে প্রাপ্ত হবে কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বোঝানো হয়েছে যে সত্যযুগে আমরা সবাই জ্ঞানস্বরূপ হয়ে থাকব। দেবতাদের প্রালব্ধ ভোগ করি, সেখানে জ্ঞানের আদান প্রদান হয়না, জ্ঞানের প্রয়োজন এখন হয় অজ্ঞানীদের । কিন্তু সেখানে তো সবাই হবে জ্ঞান স্বরূপ, সেখানে কেউ অজ্ঞানী থাকেই না, যে জ্ঞান দেওয়ার দরকার হবে। এখন এই সময়েই আমরা সম্পূর্ণ বিরাট ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জানি। আদিতে আমরা কে ছিলাম , কোথা থেকে এসেছিলাম , মধ্যতে কর্মবন্ধনে জড়িয়ে কিভাবে নীচে নেমেছি , অন্তে কর্মবন্ধন থেকে অতীত বা মুক্ত হয়ে কর্মাতীত দেবতায় পরিণত হই। এখন যে পুরুষার্থ চলছে যার সাহায্যে আমরা ভবিষ্যতে সত্যযুগের দেবতায় পরিণত হই। যদি সেখানে এই জ্ঞান থাকে যে আমরা দেবতারা নীচে নামব তবে এই কথা মনে পড়লেই খুশী হারিয়ে যাবে। তাই সেখানে নীচে নামবার জ্ঞান থাকে না । একথা সেখানে জানা থাকেনা, আমরা এই জ্ঞান এখানেই প্রাপ্ত করি যে আমাদের উপরে উঠতে হবে আর সুখী জীবন প্রাপ্ত করতে হবে। তারপর অর্ধকল্প নিজের প্রালব্ধ ভোগ করে নিজেকে বিস্মৃত করে মায়ার বশীভূত হয়ে নীচে নামি। এই হল উত্তরণ ও অবনমনের অনাদি সৃষ্টি খেলা । এই সমস্ত জ্ঞান এখন বুদ্ধিতে আছে সত্যযুগে থাকবেনা।

২) "প্রাক্টিক্যালে ঈশ্বরের সন্তান না হলে ঈশ্বরীয় দরবারে কিছুই জমা হয়না"
অনেক মানুষ এমন ভাবে যে আমরা যে কর্ম করি , সে ভালো হোক বা খারাপ তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যেমন কেউ যদি দান পূণ্য করে, যজ্ঞ করে , পূজা পাঠ করে তারা ভাবে আমরা ঈশ্বরের অর্থে যে দান করি সেসব পরমাত্মার দরবারে পৌঁছে যায়। যখন মৃত্যু হবে তখন ফল প্রাপ্ত হবে ও আমাদের মুক্তি হবে। কিন্তু এ কথা তো আমরা জেনেছি যে এইসব কর্ম করলে সদাকালের জন্যে কোনো লাভ হয়না। যেমন কর্ম করবে তার ফল অনুসারে অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর সুখের প্রাপ্তি অবশ্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ এই প্রাক্টিক্যাল জীবন সদা সুখী হবে না ততক্ষণ এর রিটার্ন প্রাপ্ত হবে না । যদি আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করি এই যে যা কিছু তোমরা করে এসেছ, এর পুরো লাভ তোমরা পেয়েছ কি ? এ কথা শুনে তারা নিরুত্তর হয়ে যায়। এবারে পরমাত্মার কাছে পৌঁছেছে কিনা সে আমরা কি করে জানব ? যতক্ষণ নিজের প্রাক্টিক্যাল জীবনে কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়নি ততক্ষণ যতই পরিশ্রম

করো মুক্তি জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হবে না । আচ্ছা, দানপুণ্য করেছ কিন্তু সেসব করে কোনো বিকর্ম তো ভস্ম হল না, তবে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে কিভাবে । যত সাধু মহাত্মা আছেন যতক্ষণ তাদের কর্মের জ্ঞান হয়না ততক্ষণ সেই কর্ম অকর্মে পরিণত হতে পারে না, না-ই তারা মুক্তি জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে। তাদের এই কথা জানা নেই যে সত্যধর্ম কি ও সত্যকর্ম কি, শুধু মুখে রাম নাম জপ করলে মুক্তি লাভ হবে না । বাকি এই ভেবে বসে থাকা যে মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভ হবে , সেও তো নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ । তারা তো জানে না যে মৃত্যুর পরে কি লাভ হবে ? কিছুই না। বাকি তো মানুষ নিজের জীবনে সে খারাপ কাজই করুক আর ভালো কাজই করুক সেসবের ফল এই জীবনেই ভোগ করতে হবে। এখন এই সমস্ত জ্ঞান আমরা পরমাত্মা শিক্ষকের কাছে প্রাপ্ত করি যে কিভাবে শুদ্ধ কর্ম করে নিজের প্রাক্টিক্যাল জীবন তৈরি করতে হবে। আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।